ভোরের কাগজ

JUN 19 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ...

প্রকাশনা

ইতিহাস দখলের ইতিহাস

আমাদের দেশে পাঠ্য বইয়ে ইতিহাস বিকৃতি, সূক্ষ্মভাবে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন, সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবমূল্যায়নের প্রচেষ্টা নতুন কিছু নয়। আমাদের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদরা যেন বিষয়টিকে ভবিতব্য হিসেবেই মেনে নিয়েছেন। এ অনীহা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ক্রমান্বয়ে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কয়েকটি প্রজন্ম পরিণত হয়েছে শেকড়হীন জাতিতে, মানসিকভাবে যারা উদ্বাস্তু। যারা ইতিহাস বিকৃতি করেন তারা তো অপরাধীই, আর যারা শিক্ষাবিদ বা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের সঙ্গে জড়িত তারাও সমানভাবে অপরাধী এ বিষয়ে জোরালো প্রতিবাদ না করার জন্য। তবে সবাইকে এক কাতারে ফেলে বিচার করা মোটেও সমুচিত নয়। এর ব্যতিক্রম আছেন হাতেগোনা কয়েকজন। যারা আমাদের দেশের ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ করেছেন। এদের মধ্যে মুনতাসীর মামুন অন্যতম। সম্প্রতি তার লেখা 'পাঠ্য বই : ইতিহাস দখলের ইতিহাস' শিরোনামে যে বইটি প্রকাশিত হয়েছে তা তারই প্রমাণ।

পাঠ্য বইয়ে (এখানে দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য বইকে বোঝান হয়েছে) সব সময় একটি প্রবণতা ছিল– খণ্ডিত ইতিহাস, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ইতিহাস ও মিথ্যা ইতিহাস শেখানোর চেষ্টা। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য বইয়ের ইতিহাসও বদলে যায়। দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইতিহাস চর্চার সঙ্গে যুক্ত মুনতাসীর মামুন ইতিহাস বদলে দেওয়ার এ বিষয়টিকেই মূল ধরে বইটি রচনা করেছেন।

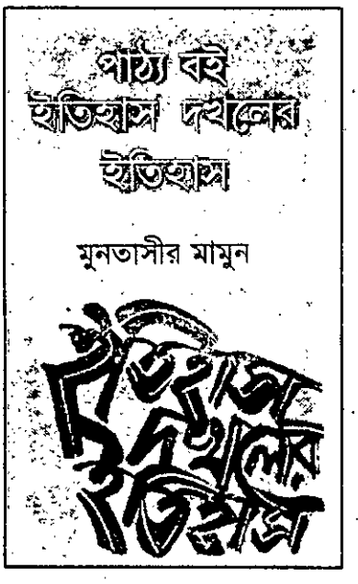

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে মুক্তিযুদ্ধের যথাযথ ইতিহাস পাঠ্য বইয়ের সংযোজন করার জন্য কমিটি করে। সেই অনুযায়ী পাঠ্য বই রচিত হয়। কিন্তু ২০০১ সালে চারদলীয় ঐক্যজোট ক্ষমতায় এলে প্রথমেই তারা আবার পাঠ্য পুস্তক সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। মুনতাসীর মামুন তার বইয়ের দেখিয়েছেন অনেক জায়গায় ১৯৯১ সালের রচনার পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে বর্তমান সংস্করণে। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের নানা পাঠ্য বইয়ে

যে পরিবর্তনগুলো করা হয়েছে লেখক তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তার বইয়ে। যেমন– তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি বইয়ের দুটি পাঠ লেখক তার বইয়ে উদ্ধৃত করেছেন। ১৯৯৬/ পূর্বতন সংস্করণে ছাপা হয়েছিল '১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যরা নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন বঙ্গবন্ধু মধ্য রাতের পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। পাক বাহিনী সে রাতেই তাকে গ্রেফতার করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীনতার ঘোষণা দেশবাসীকে জানানোর জন্য ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে সেটি প্রচার করেন। ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার আর একটি ঘোষণা প্রচার করেন। ২৬ মার্চ থেকেই পাকিস্তানদের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। এ জন্য ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস।'

সংশোধিত/বর্তমান সংস্করণে ঐ বিষয়টি ছাপা হয়েছে এভাবে– '১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা হাজার হাজার নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করে। এতে সারা দেশ ক্ষোভ ও ঘৃণায় ফেটে পড়ে। পরের দিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ জন্য ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস।'

এ রকম অসংখ্য উদাহরণ পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন বইটির লেখক মুমতাসীর মামুন।

একটি সরকার একটি প্রজন্মকে মিথ্যা শেখাবে। শিক্ষকরা যদি বিবেক বন্ধ রেখে সেই পাঠ্য অনুসরণ করেন তা হলে তারাও পরিণত হবেন মিথ্যাবাদীতে। ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব হবে দ্বিখণ্ডিত। দ্বিখণ্ডিত হবে জাতি। আমরা কেউ চাই না আমাদের জাতি দ্বিখণ্ডিত হোক। এ জন্য আমরা সবাই সত্য ইতিহাস জানতে চাই। চাই না বিকৃত, অসম্পূর্ণ ইতিহাস। আর পাঠ্য বইয়ে তো নয়ই। এ বিষয়টিই চোখে আঙুল দিয়ে মুনতাসীর মামুন তার লেখা 'পাঠ্য বই : ইতিহাস বদলের ইতিহাস' বইয়ে দেখিয়েছেন। বইটি ডানা পাবলিশার্স থেকে এপ্রিল ২০০২-এ প্রকাশিত হয়েছে। ৬৪ পৃষ্ঠার এই বইটির মূল্য রাখা হয়েছে ৫০ টাকা।

□ ইমরুল ইউসুফ